কৃষি ঋণ বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

এসিডি সার্কুলার নং - ০১

তারিখঃ ১৩ এপ্রিল ২০২০ / ৩০ চৈত্র ১৪২৬

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

নভেল করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবের কারণে কৃষি খাতে চলতি মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কীম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা প্রসঙ্গে।

সম্প্রতি নভেল করোনা ভাইরাস-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাপনসহ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমিত হয়ে পড়েছে। করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাব দীর্ঘায়িত হলে ভবিষ্যতে খাদ্য উৎপাদন হ্রাসসহ বিভিন্ন বিরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকসমূহের মোট লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৬০ ভাগ শস্য ও ফসল খাতে ঋণ বিতরণের নির্দেশনা রয়েছে। সে হিসেবে চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যাংকসমূহের জন্যে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ২৪,১২৪.০০ কোটি টাকার ৬০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ১৪,৫০০ কোটি টাকা শস্য ও ফসল খাতে ঋণ বিতরণ করা সম্ভব হবে। শস্য ও ফসল খাতে চলমান ঋণপ্রবাহ পর্যাপ্ত থাকার দরুন এ খাত অপেক্ষা কৃষির চলতি মুলধন ভিত্তিক খাতসমূহে অধিকতর ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে বিধায় এ খাতগুলিতে ঋণের প্রবাহ নিশ্চিত করা আবশ্যক। এপ্রেক্ষিতে, চলতি মূলধন ভিত্তিক কৃষির অন্যান্য খাতে (হর্টিকালচার অর্থাৎ মৌসুম ভিত্তিক ফুল ও ফল চাষ, মৎস্য চাষ, পোল্ট্রি, ডেইরি ও প্রানিসম্পদ খাত) পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হলে দেশের সার্বিক কৃষিখাত ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে। সে প্রেক্ষিতে উক্ত খাতসমূহের জন্য ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উক্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কীম পরিচালনায় নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসৃত হবে ঃ

১. সূচনা ঃ (ক) এ স্কীমের নাম হবে **"কৃষি খাতে বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কীম"**;
(খ) তহবিলের পরিমাণ হবে ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস থেকে এ অর্থায়ন করা হবে;
(গ) এ স্কীমের আওতায় পুনঃ অর্থায়ন গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যাংকসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) স্বাক্ষর করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাথে স্বাক্ষরিত অংশগ্রহণ চুক্তিপত্রের (Participation Agreement) মাধ্যমে বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকসমূহ এ স্কীমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। এ স্কীমের আওতায় ব্যাংকসমূহ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ মেয়াদের মধ্যে গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ বিতরণ পূর্বক মাসিক ভিত্তিতে পুনঅর্থায়নের জন্য আবেদন করতে হবে ।
(ঘ) ব্যাংকসমূহের কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা এবং সক্ষমতার ভিত্তিতে কৃষি ঋণ বিভাগ কর্তৃক ব্যাংকসমূহের অনুকূলে তহবিল বরাদ্দ করা হবে। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পর বরাদ্দকৃত তহবিল হতে পর্যায়ক্রমে বরাদ্দকৃত তহবিলের সমপরিমাণ অর্থায়ন করা হবে।
(ঙ) ব্যাংকসমূহের বর্তমান গ্রাহকদের মধ্য হতে ক্ষতিগ্রস্থ গ্রাহকগণ বিদ্যমান ঋণ সুবিধার অতিরিক্ত ২০ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ এ স্কীমের আওতায় গ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে জামানতের/সহায়ক জামানতের বিষয়ে ব্যাংক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। এছাড়া নতুন গ্রাহকগণের ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই এর ভিত্তিতে নির্ধারণপূর্বক এ স্কীমের আওতায় বিতরণ করতে পারবে। তবে এ স্কীমের আওতায় গৃহীত ঋণ কোনভাবেই গ্রাহকের পুরাতন ঋণ সমন্বয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।
(চ) ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো বিদ্যমান কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় বর্ণিত বিধিবিধানসমূহ অনুসরণপূর্বক ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের আলোকে কেস-টু-কেস ভিত্তিতে বিবেচনা করবে এবং প্রতিটি ঋণের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করবে।

২. ঋণের মেয়াদ ঃ (ক) অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের তারিখ হতে অনধিক ১৮ মাসের (১২ মাস + গ্রেস পিরিয়ড ৬ মাস) মধ্যে আসল এবং সুদ (বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ১% সুদ হারে) পরিশোধ করবে।

খ) অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহের ন্যায় গ্রাহক পর্যায়েও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ঋণ গ্রহণের তারিখ হতে ১৮ মাস (৬ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ)।

চলমান পাতা-২

৩. ঋণের সুদের হারঃ (ক) এ স্কীমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে নির্ধারিত ১% সুদ হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে।

(খ) গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৪%। উক্ত সুদ হার চলমান গ্রাহক এবং নতুন গ্রাহক উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

৪. ঋণ বিতরণের খাতঃ শস্য ও ফসল খাত ব্যতীত কৃষির অন্যান্য চলতি মূলধন নির্ভরশীল খাতসমূহ (যথাঃ হর্টিকালচার অর্থাৎ মৌসুম ভিত্তিক ফুল ও ফল চাষ, মৎস্য চাষ, পোল্ট্রি, ডেইরি ও প্রানিসম্পদ খাত) ; তবে, কোনো একক খাতে ব্যাংকের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ঋণের ৩০% এর অধিক ঋণ বিতরণ করতে পারবেনা। এছাড়াও, যে সকল উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান কৃষক কর্তৃক উৎপাদিত কৃষিপন্য ক্রয়পূর্বক সরাসরি বিক্রয় করে থাকে তাদেরকেও এ স্কীমের আওতায় ঋণ বিতরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে। তবে, এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কোন উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে এককভাবে ৫.০০ (পাঁচ) কোটি টাকার উর্দ্ধে ঋণ বিতরণ করতে পারবে না;

৫. পুনঃঅর্থায়ন আবেদন পদ্ধতিঃ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্রসহ মাসিক ভিত্তিতে মহাব্যবস্থাপক, কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এর নিকট পুনঃঅর্থায়ন দাবি করবেঃ

- প্রকৃত বিতরণ সংক্রান্ত সনদপত্র;
- বিতরণকৃত ঋণের সমন্বিত বিবরণী (সংযুক্ত ছক মোতাবেক);
- ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতিপত্র (ডিপি নোট) ও লেটার অব কন্টিনিউটি;
- সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য।

৬. পরিশোধ পদ্ধতি ঃ (ক) বিভিন্ন দফায় ব্যাংকের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থ মেয়াদ পূর্তির মধ্যেই সুদসহ গৃহীত আসলের সমুদয় অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করতে হবে ;

(খ) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না ;

(গ) ঋণের বকেয়া নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিশোধিত না হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে রক্ষিত চলতি হিসাব বিকলন করে তা আদায়/সমন্বয় করা হবে ;

(ঘ) এ স্কীমের আওতায় প্রদত্ত ঋণের অর্থ বা এর কোন অংশের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমান অর্থের ওপর নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত ২% হারে সুদসহ এককালীন আদায় করা হবে।

৭. অন্যান্য শর্ত ঃ (ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হতে তহবিলের প্রাপ্যতা সীমা বিবেচনা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ঋণ বিতরণ করবে এবং ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংক প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করবে ;

(খ) উক্ত ঋণের জন্য প্রযোজ্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত বর্তমানে অনুসৃত অন্যান্য নীতিমালা যেমন জামানত, আবেদনপত্র গ্রহন ও প্রক্রিয়াকরনের সময়কাল, ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা নিরূপন, ঋণ বিতরণ, ঋণের সদ্ব্যবহার, তদারকি ও আদায় প্রক্রিয়া যথারীতি অনুসৃত হবে ;

(গ) উপরোক্ত পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যাংক প্রয়োজনীয় তথ্য, কাগজপত্র এবং দলিলাদির কপি বাংলাদেশ ব্যাংককে সরবরাহ করবে। পুনঃঅর্থায়ন সংক্রান্ত উল্লিখিত নীতিমালার শর্তাদির বিষয়ে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করতে পারবে।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

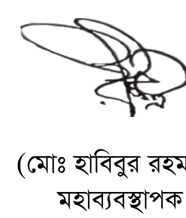

(মোঃ হাবিবুর রহমান)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০১৩৮

সংযুক্ত ছক

ব্যাংকের নামঃ

মাসের নামঃ
অর্থবছরঃ

(কোটি টাকায়)

শাখার নাম	গ্রাহকের নাম	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার	ঋণ বিতরণের তারিখ	ঋণের মেয়াদ	ঋণ বিতরণের খাত	বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে দাবীকৃত পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ
মোট পরিমাণ							